সাহিত্য মুকুল

SAHITYA MUKUL

PART - 4

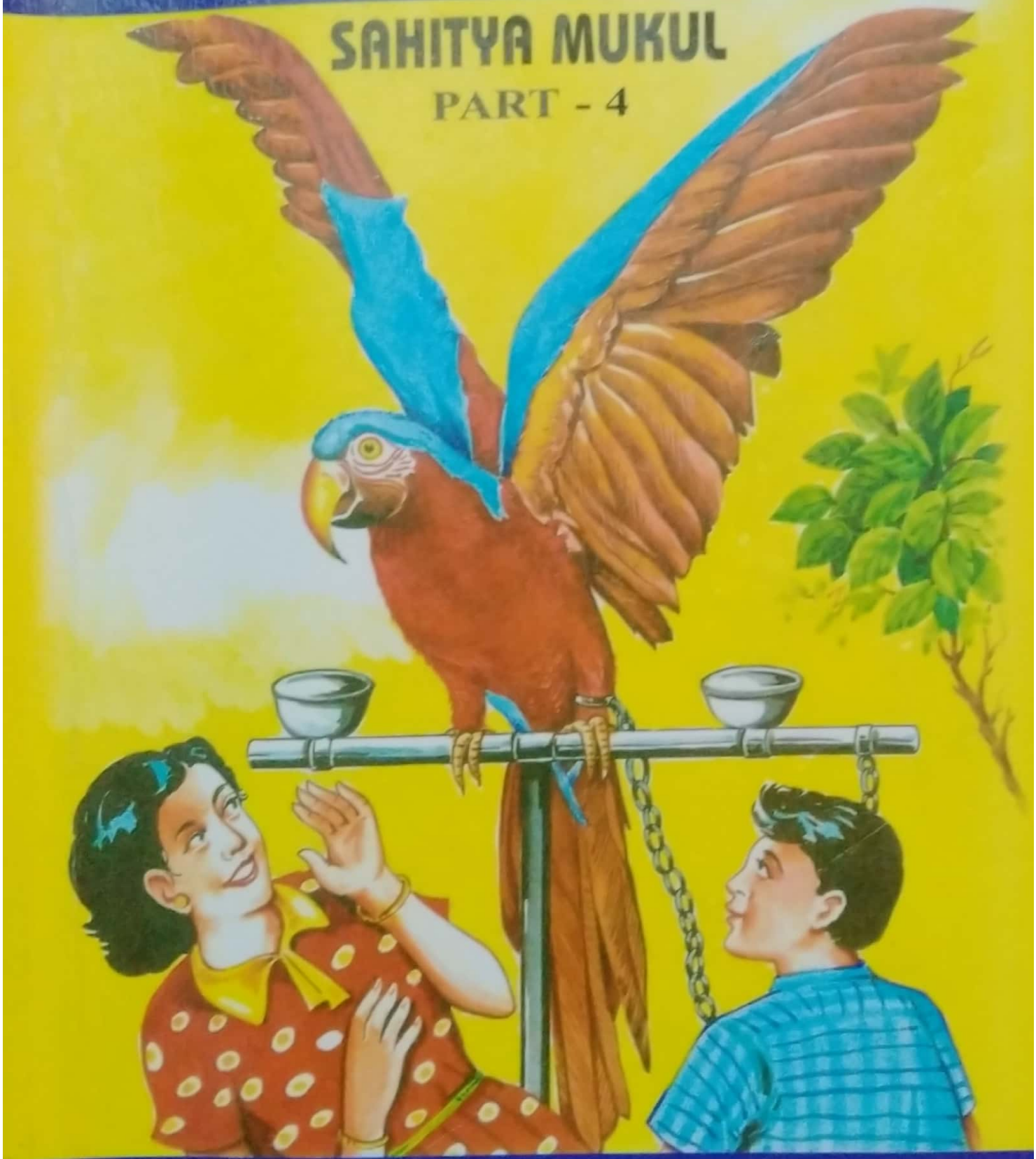

এ. কে. বুক হাউস

Scanned with CamScanner

সারসী ও তাহার শিশু সন্তান

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এক সারসী শিশু সন্তানগুলি লইয়া কোনও ক্ষেত্রে বাস করিত। ওই ক্ষেত্রের শস্য সকল পাকিয়া উঠিলে সারসী বুঝিতে পারিল, অতঃপর কৃষকেরা শস্য কাটিতে আরম্ভ করিবে। এই নিমিত্ত, প্রতিদিন, আহারের অন্বেষণে বাহিরে যাইবার সময়, সে শিশু সন্তানদিগকে বলিয়া যাইত, তোমরা আমার আসিবার পূর্বে যাহা কিছু শুনিবে, আমি আসিবামাত্র, সে সমুদয় অবিকল আমায় বলিবে।

একদিন সারসী বাসা হইতে বহির্গত হইয়াছে, এমন সময়ে ক্ষেত্রস্বামী শস্য কাটিবার সময় হইয়াছে কিনা বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইল এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, শস্য সকল পাকিয়া উঠিয়াছে, আর কাটিতে বিলম্ব করা উচিত নয়। অমুক অমুক প্রতিবেশীর উপর ভার দি, তাহারা কাটিয়া দিবে। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

Scanned with CamScanner

সারসী বাসায় আসিলে তাহার সন্তানেরা ওই সকল কথা জানাইল এবং কহিল, মা! তুমি আমাদিগকে শীঘ্র স্থানান্তরে লইয়া যাও। আর তুমি আমাদিগকে এখানে রাখিয়া বাহিরে যাইয়ো না। যাহারা শস্য কাটিতে আসিবে, তাহারা দেখিলেই আমাদের প্রাণবধ করিবে। সারসী কহিল, বাছা সকল! তোমরা এখনই ভয় পাইতেছ কেন? ক্ষেত্রস্বামী যদি প্রতিবেশীদের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা হইলে শস্য কাটিতে আসিবার অনেক বিলম্ব আছে।

পর দিবসে ক্ষেত্রস্বামী পুনরায় উপস্থিত হইল; দেখিল, যাহাদের উপর ভার দিয়াছিল তাহারা শস্য কাটিতে আইসে নাই। কিন্তু শস্য সকল সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিয়াছিল, অতঃপর না কাটিলে, হানি হইতে পারে; এই নিমিত্ত সে কহিল, আর সময় নষ্ট করা যায় না; প্রতিবেশীদিগের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে বিস্তর ক্ষতি হইবে। আর তাহাদের ভরসায় না থাকিয়া আপন ভাই বন্ধুদিগকে বলি, তাহারা সত্বর কাটিয়া দিবে। এই বলিয়া সে আপন পুত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, তুমি তোমার খুড়াদিগকে আমার নাম করিয়া বলিবে যেন তাহারা সকল কর্ম রাখিয়া কাল সকালে আসিয়া শস্য কাটিতে আরম্ভ করে।

এই বলিয়া ক্ষেত্রস্বামী চলিয়া গেল।

সারসশিশুগণ শুনিয়া অতিশয় ভীত হইল এবং সারসী আসিবামাত্র কাতর বাক্যে কহিতে লাগিল, মা! আজ ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া এই কথা বলিয়া গিয়াছে। তুমি আমাদের একটা উপায় করো। কাল তুমি আমাদিগকে এখানে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না, যদি যাও, তবে আসিয়া আর আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না।

সারসী শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, যদি এই কথামাত্র শুনিয়া থাক, তাহা হইলে ভয়ের কিছু নাই। যদি ক্ষেত্রস্বামী ভাই বন্ধুদিগের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে তাহা হইলে, শস্য কাটিতে আসিবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তাহাদেরও শস্য পাকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আগে আপনাদের শস্য না কাটিয়া কখনও ইহার শস্য কাটিতে আসিবে না। কিন্তু ক্ষেত্রস্বামী কাল সকালে আসিয়া যাহা কহিবে তাহা মন দিয়া শুনিয়ো এবং আমি আসিলে বলিতে ভুলিয়ো না।

পরদিন প্রত্যুষে সারসী আহারের অন্বেষণে বহির্গত হইলে ক্ষেত্রস্বামী তথায় উপস্থিত হইল; দেখিল, কেহই শস্য কাটিতে আইসে নাই; আর শস্য সকল অধিক পাকিয়াছিল এজন্য ঝরিয়া ভূমিতে পড়িতেছে। তখন সে বিরক্ত হইয়া আপন পুত্রকে কহিল, দেখ, আর প্রতিবেশীর অথবা ভাই বন্ধুর মুখ চাহিয়া থাকা উচিত নহে। আজ রাত্রিতে তুমি যত জন পাও ঠিকালোক স্থির করিয়া রাখিবে। কাল সকালে তাহাদিগকে লইয়া আমরাই কাটিতে আরম্ভ করিব; নতুবা বিস্তর ক্ষতি হইবে।

সারসী বাসায় আসিয়া, এই সমস্ত কথা শুনিয়া কহিল, অতঃপর আর এখানে থাকা হয় না; এখন অন্যত্র যাওয়া কর্তব্য। যখন কেহ, অন্যের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, স্বয়ং আপন কর্মে মন দেয়, তখন ইহা স্থির জানা উচিত যে, সে যথার্থই ওই কর্ম সম্পন্ন করা মনস্থ করিয়াছে।

Scanned with CamScanner

লেখক পরিচিতি ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বরণীয় মহাপুরুষ। বাংলা গদ্যকে সংস্কার করে ব্যবহারযোগ্য করে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বলে পরিচিতি লাভ করেছেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তিনি মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা-র নাম ভগবতী দেবী। শিক্ষা, সমাজ-সংস্কারে তাঁর ভূমিকা বাঙালি কোনোদিন ভুলবে না। নারী-শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদান অসামান্য। 'বর্ণ পরিচয়', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'শকুন্তলা', 'চরিতাবলী', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি ঈশ্বরচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুলাই তিনি পরলোক গমন করেন।

রচনা পরিচিতি ঃ 'সারসী ও তাহার শিশু সন্তান' কাহিনিটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'কথামালা' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। আত্মনির্ভরতা ও কর্তব্যপরায়ণতার কথাই কাহিনিটিতে বর্ণিত হয়েছে। পরের উপর নির্ভর না করে নিজের কাজ নিজেরই করা উচিত—গল্পটি থেকে এই নীতিশিক্ষাই লাভ করা যায়।

ব্যাকরণ শেখো ঃ পৃথিবীর সব উন্নত ভাষার মতোই বাংলা গদ্যেরও দুটো রূপ আছে। (১) সাহিত্যিক রূপ ও (২) মৌখিক রূপ। বাংলা ভাষার যে রূপটির আশ্রয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলাগদ্য রচিত হয়েছে, সেই রূপটির নম—সাধুভাষা। 'সারসী ও তাহার শিশু সন্তান' গল্পটি সাধুভাষায় রচিত। প্রায় দেড়শো বছর আগে বাংলাভাষা এরকমই ছিল।

শব্দের অর্থ শেখো ঃ **মনস্থ**—স্থির করা। **ঈষৎ**—কিঞ্চিৎ। **হানি**—ক্ষতি। **বিস্তর**—প্রচুর। **কর্ম**—কাজ। **স্থানান্তর**—অন্যস্থান। **নিমিত্ত**—জন্য। **অবিকল**—একই রকম। **তথায়**—সেখানে। **স্বয়ং**—নিজ। **আরম্ভ**—শুরু। **অন্বেষণ**—খোঁজ। **ভূমিতে**—জমিতে। **বিলম্ব**—দেরি। **পূর্বে**—আগে। **শীঘ্র**—তাড়াতাড়ি। **বধ**—হত্যা। **সত্বর**—দ্রুত। **আপন**—নিজ। **হাস্য**—হাসি। **প্রত্যুষে**—প্রভাতে। **আহার**—খাদ্য। **খুড়া**—কাকা। **স্থির**—ঠিক। **ক্ষেত্রস্বামী**—ভূমির মালিক। **কর্তব্য**—করা উচিত। **ঠিকা লোক**—যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করে।

পাঠ অনুশীলনী

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) 'সারসী ও তাহার শিশু সন্তান'-এর লেখক কে?
(খ) কাহিনিটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
(গ) সারসী তার শিশু সন্তানদের নিয়ে কোথায় থাকত?
(ঘ) সারসী প্রতিদিন তার শিশুদের কী বলে যেত?
(ঙ) সারসী প্রতিদিন কীজন্য বের হত?
(চ) 'ঠিকা লোক' বলতে কী বোঝ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) "অমুক অমুক প্রতিবেশীর উপর ভার দি, তাহারা কাটিয়া দিবে।" —একথা কে বলেছিল? কেন বলেছিল?
(খ) প্রতিবেশীদের উপর ফসল কাটার দায়িত্ব দেওয়ার কথা শুনে সারসী কী বলেছিল?
(গ) প্রতিবেশীদের পর কাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল?
(ঘ) "যদি এই কথামাত্র শুনিয়া থাক, তাহা হইলে ভয়ের কিছু নাই।" —কে কাদের উদ্দেশে একথা বলেছিল? কখন বলেছিল?
(ঙ) গল্পটি পড়ে কী শিক্ষা লাভ করেছ?

Scanned with CamScanner

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) 'সারসী ও তাহার শিশু সন্তান' গল্পটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

(খ) ক্ষেত্রস্বামী কাদের উপর শস্য কাটার ভার দিয়েছিল? তার ফলাফল লেখো।

(গ) ক্ষেত্রস্বামীর কথায় সারসশিশুরা ভয় পেয়েছিল কেন? সারসী তাদের কী আশ্বাস দিয়েছিল?

(ঘ) ক্ষেত্রস্বামী তার পুত্রদের কী আদেশ দিয়েছিল? সেই আদেশের কথা শুনে সারসী কী কর্তব্য ঠিক করেছিল?

৪। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

(অ) সারসশিশুগণ শুনিয়া ———— ভীত হইল এবং ———— আসিবামাত্র ———— বা কহিতে লাগিল, মা! আজ ———— আসিয়া এই কথা বলিয়া গিয়াছে। তুমি আমাদের একটা ———— করো। কাল তুমি ———— এখানে ———— যাইতে ———— না, যদি যাও, তবে আসি আর ———— দেখিতে পাইবে না। যদি ক্ষেত্রস্বামী ———— উপর ভার দিয়া ———— থাকে তাহা হইলে ———— কাটিতে আসিবার অনেক ———— আছে।

(আ) ———— সারসী বাসা হইতে ———— হইয়াছে, ———— ক্ষেত্রস্বামী ———— কাটিবার সময় ———— কিনা ———— করিয়া দেখিবার ———— তথায় ———— হইল।

৫। বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরের পাশে '✓' চিহ্ন দাও ঃ

(অ) সারসী শিশু সন্তানদের নিয়ে বাস করত (ঘরের মধ্যে/পুকুরের পাড়ে/খেতের মধ্যে)।

(আ) সারসী বাসায় এলে তার সন্তানরা তাকে (কোনো কথা বলেনি/সব কথা জানিয়েছিল)।

(ই) অন্যের ওপর কোনো কাজের ভার দিয়ে (নিশ্চিন্তে থাকা যায় না/নিশ্চিন্ত না থেকে স্বয়ং নিজে করা উচিত

ব্যাকরণের প্রশ্ন

১। পদ পরিবর্তন করো ঃ

শিশু, উচিত, বিরক্ত, আহার, বিবেচনা, নিমিত্ত, আরম্ভ, ভীত।

২। লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ

পুত্র, খুড়া, সারসী, প্রতিবেশী, বন্ধু।

৩। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ

পাকা, আরম্ভ, উচিত, বিরক্ত, বিলম্ব, শিশু, উপস্থিত, ক্ষতি, বিস্তর, হাস্য।

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ

অন্বেষণ, প্রত্যুষ, বহির্গত, নিশ্চিন্ত।

৫। অর্থ লেখো ঃ

মনস্থ, প্রত্যুষ, স্থানান্তর, হানি, ঈষৎ, নিমিত্ত, অন্বেষণ।

৬। বাক্যরচনা করো ঃ

প্রতিবেশী, বিলম্ব, নিমিত্ত, অবিকল, সমুদয়, স্বয়ং, ক্ষেত্রস্বামী।

Scanned with CamScanner

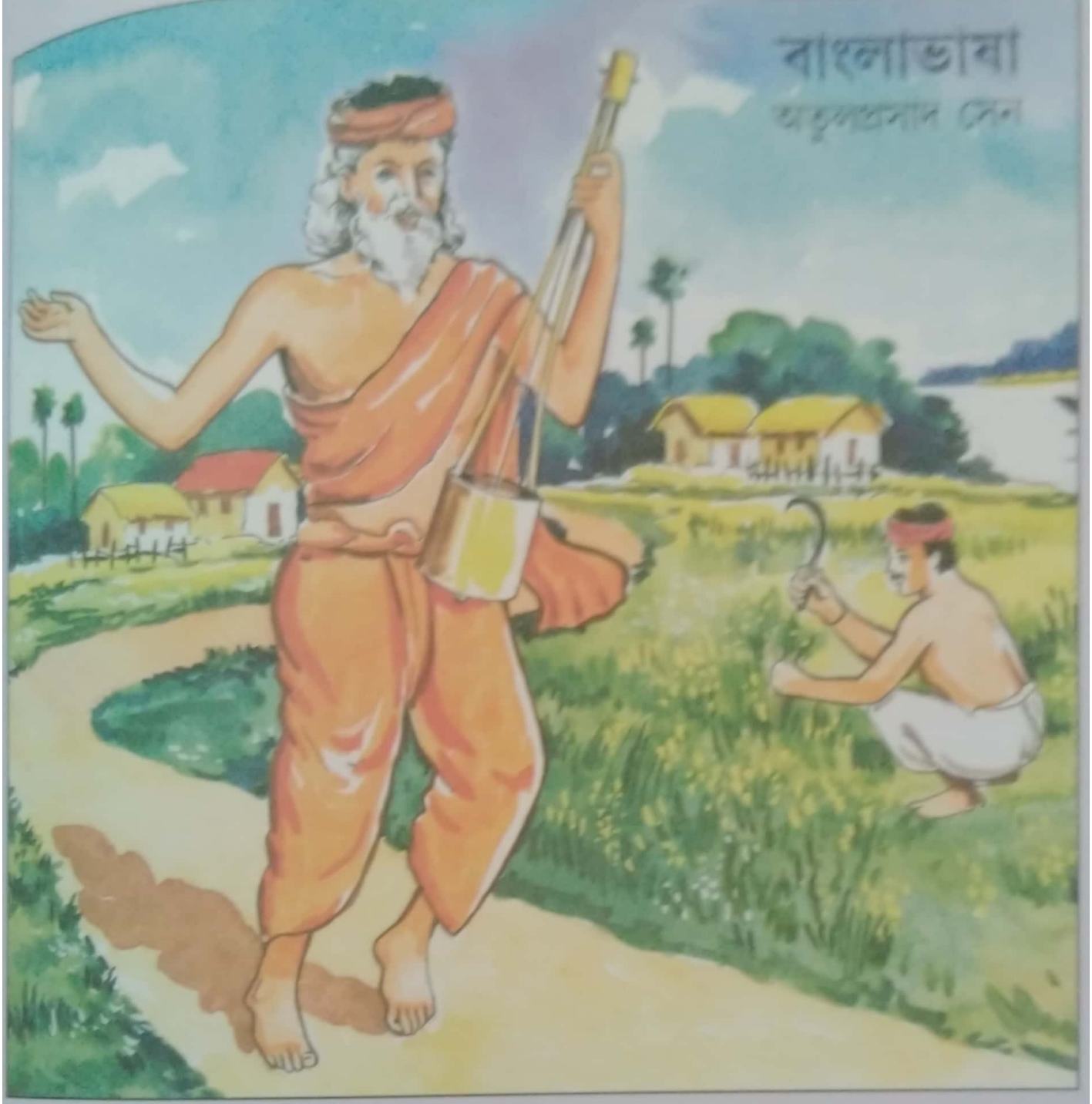

বাংলাভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালোবাসা
কী জাদু বাংলা গানে—
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে!
এমন কোথা আর আছে গো
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা
আন্‌ল দেশে ভক্তিধারা—
মরি হায় হায় রে!

Scanned with CamScanner

আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ শ্রান্তিনাশা!
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন
হেম মধু বঙ্কিম নবীন—
আরও কত মধুপ গো!
ওই ফুলেরি মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আনল মালা জগৎ জিনে—
গরব কোথায় রাখি গো!
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা।
ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে,
ডাক্‌নু মায়ে 'মা' 'মা' বোলে;
এই ভাষাতেই বল্‌ব 'হরি' সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা।।

➡ **কবি-পরিচিতি ঃ** কবি অতুলপ্রসাদ সেন ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ২০শে অক্টোবর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম— রামপ্রসাদ সেন। অতুলপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে লেখা-পড়া শেষ করে বিদেশে যান। লক্ষ্ণৌ আদালতে আই- ব্যাবসা শুরু করেন। তাঁর লেখা গানের সংখ্যা প্রায় দুশো। স্বদেশপ্রেমী রূপেও তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে আগস্ট তিনি পরলোক গমন করেন।

➡ **কবিতা প্রসঙ্গে ঃ** বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এভাষা নানাভাবে সমৃদ্ধ। কবি তাঁর মাতৃভাষা বাংলাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা বলে গৌরব বোধ করেন। কবি এখানে মাতৃভাষা বাংলার জয়গান করেছেন। বাংলাগানে এমন এক জাদু আছে যা সবাইকে মুগ্ধ করে। কৃষক, মাঝি, বাউলও এভাষায় গান করে হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে রাখে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস শুধু নন এযুগেও মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিরা এভাষায় কাব্য রচনা করে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন নোবেল বিজয়ী। জন্মলগ্নেই শিশুর কণ্ঠে 'মা' ডাক ফুটে ওঠে, তেমনি মৃত্যুর পর শ্রীহরির নামকীর্তন করে বাঙালি ধন্য হয়।

➡ **জেনে রাখো ঃ** অতুলপ্রসাদ সেন রচিত 'বাংলাভাষা' নামক কবিতাটি প্রকৃতপক্ষে একটি গান। এ গানের মাধ্যমে কবি বাংলাভাষার সামগ্রিক মূল্যায়ন করে এভাষার গৌরব প্রকাশ করেছেন।

➡ **বুঝে নাও জেনে নাও ঃ**

✍ **তোমার কোলে**—তোমার আশ্রয়ে।

✍ **তোমার বোলে**—তোমার মুখের কথায় বা বুলিতে।

✍ **কি জাদু বাংলা গানে**—বাংলা ভাষায় রচিত গানের এক আশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে। তার ফলে এই গানে শ্রোতারা যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ে। তারা যেন ধ্বনিঝংকারে ও সুরের আবেশে মুগ্ধ হয়ে যায়।

✍ **গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে**—মাঝি দাঁড় টেনে নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একাজ খুব পরিশ্রমের। সেই পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর করার জন্য তারা প্রাণমাতানো গান গেয়ে ওঠে।

✍ **বাউল**—বাংলায় এক ধরনের সাধক সম্প্রদায়কে বাউল বলে। বাউলরা গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাধনা করেন।

✍ **নিতাই**—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ। বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি বারো বৎসর বয়সে গৃহত্যাগী হয়ে সন্ন্যাসী হন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে মহাপ্রভু অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের ওপর বাংলাদেশে বৈষ্ণব প্রচারের ভার দিয়ে পুরীতে গমন করেন। নিত্যানন্দর আস্তানা খড়দহ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকেন্দ্রে পরিণত হয়।

Scanned with CamScanner

✍ হেম—সম্পূর্ণ নাম হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। উনিশ শতকের বিখ্যাত বাঙালি কবি। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলির গুলিটাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর 'বৃত্রসংহার', 'দশমহাবিদ্যা' 'বীরবাহু কাব্য' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

✍ মধু—কবি মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ২৫শে জানুয়ারি বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা কাব্যে নতুন ছন্দ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই ছন্দ ঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'তিলোত্তমা' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'। এছাড়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুন কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

✍ নবীন—কবি নবীনচন্দ্র সেন উনিশ শতকের বাঙালি কবি। জন্ম ১৮৪৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি। মৃত্যু—১৯০৯ সালের ২৩শে জানুয়ারি। পিতা—গোপীমোহন সেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ—'অবকাশরঞ্জিনী', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'প্রবাসের পত্র', 'অমৃতাভ' ইত্যাদি।

✍ বঙ্কিম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুন নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ, সীতারাম, আনন্দমঠ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে বিখ্যাত হন। তাঁকে 'সাহিত্য সম্রাট' বলা হয় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ই এপ্রিল কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

✍ বিদ্যাপতি—বিদ্যাপতি দ্বারভাঙ্গা জেলার বিসফী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। রাজা শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যর পূর্ববর্তী কবি। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে নানা পদ লিখে ইনি বিখ্যাত হয়েছেন।

✍ চণ্ডীদাস—বাঙালির প্রাণের কবি চণ্ডীদাস বাংলাভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে নানা পদ লিখে বাঙালির মন-প্রাণ আকুল করে তুলেছিলেন। শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাস রচিত পদ শুনতে খুব ভালোবাসতেন। এই ঋষি-কবি চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী যুগের কবি।

✍ গোবিন্দদাস—চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ। পিতা—চিরঞ্জীব সেন এবং মাতা—সুনন্দা। এই কবিও রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে অনেক কবিতা লিখেছেন।

✍ রবি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে (বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা—সারদাদেবী। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি' কাব্য ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ব্যক্তিত্বে ও পাণ্ডিত্যে তিনি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট তিনি পরলোক গমন করেন।

✍ গোরা—শ্রীগৌরাঙ্গের ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে (৮৯২ বঙ্গাব্দে) ১৮ ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপে জন্ম হয়। পিতা—জগন্নাথ মিশ্র, মাতা—শচীদেবী। শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যকালের নাম ছিল নিমাই। চব্বিশ বৎসর বয়সে কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম সংস্থাপক। তাঁর চেষ্টাতেই বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসার সব জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

➡ **শব্দের অর্থ শেখো ঃ** **গরব**—গর্ব, অহংকার। **জিনে**—জয় করে। **জাদু**—ইন্দ্রজাল। **সাঙ্গ**—শেষ। **শ্রান্তি**—অবসাদ। **দুঃখ**—বেদনা। **গোরা**—গৌরাঙ্গ। **মধুপ**—মউ মাছি।

পাঠ অনুশীলনী

১। **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) কোন্ গানে জাদু আছে?

(খ) মাঝি কাদের বলা হয়?

(গ) চাষার কাজ কী?

Scanned with CamScanner

(ঘ) বাউল কাদের বলা হয়?

(ঙ) বাউলরা কোন্ ভাষায় গান গেয়ে নাচে?

(চ) বাংলাভাষা কাদের মাতৃভাষা?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) বাংলা ভাষাকে উন্নত ও বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছেন এমন পাঁচজন মনীষীর নাম লেখো।

(খ) হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন—সংক্ষিপ্ত নামগুলো পূর্ণ করে লেখো।

(গ) পরিচিতি দাও ঃ বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) বাংলা ভাষাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি কেন?

(খ) 'বাংলা ভাষা' কবিতাটির মর্মার্থ নিজের ভাষায় লেখো।

(গ) নিম্নলিখিত কবিদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো ঃ হেম, মধু, নবীন।

(ঘ) 'বঙ্কিম' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান সম্বন্ধে যা জান লেখো।

(ঙ) "বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আন্‌ল মালা জগৎ জিনে।"
—এখানে 'রবি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? উদ্ধৃতাংশের মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

৪। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) সঠিক উত্তরটির পাশে '✓' চিহ্ন দাও ঃ

(অ) 'বাংলাভাষা' কবিতাটি লিখেছেন (রজনীকান্ত/রবীন্দ্রনাথ/ অতুলপ্রসাদ)।

(আ) ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা আনল দেশে (করুণাধারা/ ভক্তিধারা/বারিধারা)।

(ই) তোমার চরণ-তীর্থে মাগো, (বিশ্ব/জগৎ/জনগণ) করে যাওয়া-আসা।

(খ) শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

ওই ———— প্রথম ————,
ডাকনু মায়ে ———— বোলে
ওই ভাষাতেই বল্‌ব ————
———— হলে কাঁদা ————।'

ব্যাকরণের প্রশ্ন

১। শব্দার্থ লেখো ঃ

জাদু, দাঁড়, বাউল, ভক্তিধারা, ক্লান্তি, জগৎ, মধুপ, সাঙ্গ।

২। বাক্যরচনা করো ঃ

বাংলাগানে, বাঁধল, বাজিয়ে, যাওয়া-আসা, মধুর।

৩। গদ্যরূপ লেখো ঃ

মোদের, গরব, আ মরি, জিনে, ডাক্‌নু, গোবিন।

৪। নীচে উদ্ধৃতাংশে যে কয়টি বিশেষ্য পদ আছে, সেগুলো পৃথক করে লেখো ঃ

"বিদ্যাপতি চণ্ডী গোবিন
হেম মধু বঙ্কিম নবীন—
আরও কত মধুপ গো!
ওই ফুলেরি মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা।"

৫। পদপরিবর্তন করো ঃ

দেশ, দুঃখ, রস, জগৎ, মধুর।

Scanned with CamScanner